গরিবউল্যাহদের গ্রাম এবং কানসাটের কান্না

আবদুল বায়েস

এমন একটি বেদনাময় দৃশ্য আমি দেখেছিলাম ১৯৭১ সালে, মার্চ-এপ্রিল মাসে। তখন আমরা পরাধীন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন; তাঁকে গ্রেফতার করা হলো এবং পাকিস্ত্মানি হানাদার বাহিনী অত্যাধুনিক অস্¿ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঙালিদের ওপর। পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জ্বলছিল তখন; নিহত এবং আহত মানুষের কোনো হিসাব নেই। আমাদের গ্রামের বাজার সটাকী দাঁড়িয়ে দেখি ঢাকা থেকে আসা মানুষের কাফেলা। পাকবাহিনীর আক্রমণের মুখে সবকিছু ছেড়েছুড়ে গ্রামের দিকে আসছে মানুষ। মরছে মানুষ, পুড়ছে শহর। যা”ছ মানুষ গ্রামে, সর্বস্বান্ত্ম হয়ে। তখন আমরা পরাধীন ছিলাম। ঘাতকরা ছিল ‘অকোপেশন’ আর্মি।

দুই.

ঠিক অনেকটা এমনি দৃশ্য দেখলাম ২০০৬ সালে এবং এই এপ্রিলে টিভি চ্যানেলের কল্যাণে আর খবরের কাগজের দায়িত্বশীলতায়। এখন আমরা স্বাধীন। দেখলাম কাগজে একটা স্বাধীন দেশের পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি করছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নিভৃত এক এলাকা কানসাটের মানুষগুলোকে। কানসাট কোনো শহর নয় যেখানে অপেক্ষাকৃত বেশি সম্স্লদশালী এবং সচেতন ও শিক্ষিত লোকজন বাস করে। ঘরবাড়ি এবং মানুষের পোশাক-পরি”ছদ দেখলেই ঠাহর করা যায় গ্রামের মানুষগুলোর দারিদ্র্যসীমা। এর জন্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের গবেষণার প্রয়োজন হয় না। গরিব মানে খালি গায়ে গামছা কাঁধে; গরিব মানে ঘরটিতে মাটি কিংবা বাঁশের বেড়া। গরিব মানে অধিকাংশের প্রধান পেশা কৃষি। গরিব মানে টিভি ক্যামেরার সামনে গুছিয়ে কথা বলতে না পারা। শুধুমাত্র এ ক’টি নির্দেশিকাই বলে দেয় কানসাট একটি দরিদ্র অঞ্চল। এমনিতেই আমরা জানি বাংলাদেশের মধ্যে বৃহত্তর রাজশাহী এলাকায় দরিদ্রের অনুপাত অপেক্ষাকৃত বেশি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায়।

তিন.

হ্যাঁ, দেখেশুনে মনে হয় সমাজের গরিবউল্যাহরা বাস করে কানসাটে। আসলেই কিন্' গরিবউল্যাহ একজনের নাম এবং তিনি কানসাটের অধিবাসী। প্রাণ দিলেন পুলিশের গুলিতে যখন কানসাটবাসী তাদের ন্যায্য দাবি-অব্যাহতভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মিছিল এবং মিটিং করছিল। গরিবউল-্যাহর ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই এবং থাকারও কথা নয়। গরিবউল্যাহ তো গরিবউল্যাহ, তার আবার বিদ্যুতের প্রয়োজন কি? বিদ্যুৎ আলোকিত করার কথা আলোকিত মানুষকে। তেলের মাথায় তেল

পড়বে এটাই স্বাভাবিক। খেটে খাওয়া গরিবউল্যাহ প্রাণ দিলো পুলিশের বুলেটে। আমরা এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। গরিবউল্যাহ ভাইও কিন্' জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক এবং কানসাট বাংলাদেশেরই একটি এলাকার নাম। পুলিশ বাংলাদেশেরই তবে বর্তমান ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আজ্ঞাবহ বাহিনী। স্বাধীন দেশে 'অকোপেশন' পুলিশ যেন।

চার.

সব মিলিয়ে প্রাণ দিতে হলো ২০ জন নিরীহ, দরিদ্র এবং ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে অগ্রসরমান কানসাটবাসীকে। কী তাদের অপরাধ? অপরাধ তো থাকতেই পারে– 'মুর্খ' মানুষ সব– তবে অপরাধের মাত্রাটা কী এতোই বেশি ছিল যে গুলি করে না মারলে হতো না? ওদের 'অপরাধ' একটাই– আর তা হলো বিঘ্নিত বিদ্যুৎ সরবরাহের বির"দ্ধে ওরা কথা বলেছে। ওরা মিছিল করেছে কেন বিদ্যুৎ না পেয়েও বিদ্যুতের জন্য পয়সা দিতে হবে– এ অপরাধ ওদের। আসলে ওরা বুঝতে ভুল করেছে যেন। কারণ, ওরা কি জানে না যে সারা বাংলাদেশে বিগত ৪ বছরে 'উন্নয়নের বন্যা' বইছে এবং সেই বন্যার প্রকোপে কোথাও কোথাও বিদ্যুৎ নাও থাকতে পারে? আফটার অল, উন্নয়নের কারণে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে এবং স্বভাবতই কানসাটের মতো একটা অজপাড়াগাঁয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে তো আর বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় আসেনি। ওদের বোরো ধানের উৎপাদন ব্যাহত হ"ছ? মুর্খের দল এতো বেশি ভাত খায় কেন? ওরা কি ফ্রুটস খেতে পারে না, মাংস খেতে পারে না? তাহলে তো আর কৃষি কাজ বিশেষত ধান উৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎ নিয়ে এতো হইচই হয় না।

বিদ্যুৎ না পেলে বিদ্যুৎ বিল দেবে না মানে? বাংলাদেশের অনেক এলাকায় ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, তাই বলে কি সেখানকার মানুষেরা বছরের পর বছর ট্যাক্স দি"ছ না– যে ট্যাক্স দিয়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভর্তুকি দেওয়া হ"ছ? ওদের যুক্তিগুলো কেমন সেকেলে ঠেকছে না? সুতরাং শুট দেম লাইক বার্ডস। তাছাড়া গ্রাম এবং গরিবের এতো তেজ কিসের? তেজ তো ধনীর এবং শিক্ষিতের ভুষণ! তেজ তো শহরের শিক্ষিতদের ব্যাপার। প্রয়োজন হলে মিছিল করবে মার খাবে কিন্' গহিন গ্রাম কেন প্রতিবাদী হবে? বেয়াদপ কতো বড়ো! লাঠি নিয়ে মিছিল করে দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে পাস করা সরকারের বির"দ্ধে! বুঝলা তো বাহে জোট সরকারের চোট কেমন লাগে? বীর বাঙালি লাঠি ধরে, সাহস কতো?

পাঁচ.

প্রাণ দিলো ১১ বছর বয়সী আনোয়ার। কিশোর আনোয়ার। টিভি চ্যানেলে দেখি দুঃখিনী মা দুহাতে ধরে রেখেছেন ওর রক্তমাখা শার্ট। যে বুলেট শার্টটি ফুটো করে দিয়েছে তাও দেখা যা"ছ। কতো

নির্মম এবং নিষ্ঠুর হতে পারে স্বাধীন দেশের পুলিশ বাহিনী! প্রথিতযশা কবি শামসুর রাহমান লিখেছিলেন এক কবিতা 'আসাদের শার্ট'। কেউ কি লিখবে কবিতা এখন 'আনোয়ারের শার্ট' শিরোনামে? আসাদ এবং আনোয়ার দুজনেই প্রাণ দিলো পুলিশের গুলিতে এবং স্বাধীনতার জন্য। বেঁচে থাকার স্বাধীনতা; উৎপাদনের স্বাধীনতা; কথা বলার স্বাধীনতা; ফসল বাঁচানোর স্বাধীনতার জন্য। ব্যবধান ৩৭ বছরের কিন্' মুল উদ্দেশ্য একটাই– স্বাধীনতা অর্জন। এখনো স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দি''ছ মানুষ এবং দিতে হবে ভবিষ্যতেও।

ছয়.

কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী এবং তাত্ত্বিক মাঠে নেমেছে এই যুক্তি ধরে কানসাটের ঘটনা নাকি আমাদের রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সমস্ত্ম 'ধান্ধাবাজ' বুদ্ধিজীবীদের আসল উদ্দেশ্য এ কথাটাই বোঝানো যে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে ২০ জন মরেছে; আওয়ামী লীগ আমলেও হয়তোবা এমনটিই হতো। এরা কখনো এ কথাটা বলতে সাহস পায় না যে 'বিগত বিএনপি আমলে সার প্রাপ্তির দাবিতে প্রাণ দিয়েছিল ১৮ জন কৃষক।' বিগত আওয়ামী লীগ আমলে এমনতরো একটি ঘটনাও ঘটেনি। তাছাড়া রাজনীতিই যদি ব্যর্থ হতো তবে কানসাটবাসী বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন একটি রেকর্ড স্থাপন করতে পারতো না। রাজনীতি মানে অধিকার সচেতনতা; রাজনীতি মানে বৈষম্য, দুর্নীতি এবং অত্যাচার-অনাচারের বির''দ্ধে মুখ খুলে কথা বলা। ভুলটা এবং অপরাধটা এক্ষেত্রে রাজনীতির নয়– এটা বর্তমান সরকারের সম্স্লুর্ণ 'স্বৈরাচারী রাজনীতির' ফসল। একটা গহিন গ্রামের মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে কখন সংগঠিত পুলিশ বাহিনীর বির''দ্ধে র''খে দাঁড়ায়– সে ব্যাপারটি যে সরকার বোঝে না সে সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই। কৃষক-বিদ্বেষী এ সরকারের বির''দ্ধে জনমত গঠন করাই এখনকার মুল কাজ; রাজনীতির বির''দ্ধে কথা বলে মুল সমস্যাকে পাশ কাটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সাত.

কোথায় আমাদের সুশীল সমাজ? তারা কি এখনো 'সৎ মানুষের খোঁজে' এবং বিত্তহীনদের সংসদে বসানোর বাসনায় ব্যাপৃত? কানসাটবাসী শিখিয়ে দিলো যে– অন্যায়, অত্যাচার আর অনিয়মের বির''দ্ধে লড়তে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না; প্রয়োজন এক প্রকাণ্ড অনুভুতির। কানসাটবাসী আরো প্রমাণ করলো ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড এন্ড ডিভাইডেড উই ফল। একতাই বল। দুর্নীতি, দুঃশাসন এবং ক্ষমতার দাপটের বির''দ্ধে সবাইকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। আমরা করবো জয়– এটা নিশ্চিত। আজ না হয় কাল।

আট.

পুলিশের ভয়ে কতো রাত কানসাটবাসী কাটিয়েছে আমবাগানে কিংবা খোলা আকাশের নিচে নারী, পুর‘‘ষ এবং শিশু। পুলিশের বেশে স্থানীয় সরকারদলীয় কর্মীরাও লুটপাট চালিয়েছে কানসাটবাসীর ঘরে ঘরে। এসব ছবি দেখে মনে হয়েছে আসলেই কি আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক? আজ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ কানসাটবাসীর শিক্ষা নিয়ে অপশাসন, দুঃশাসন এবং দুর্নীতির বির‘‘দ্ধে র‘‘খে দাঁড়াবে– এটাই কামনা এ মুহূর্তে।

গরিবউল্যাহদের গ্রাম কানসাটবাসীর কান্নায় ভেসে যাক সব অন্যায়। গরিবউল্যাহ, আনোয়ার এবং তাদের সঙ্গে শাহাদাত বরণকারী অন্যদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাই।

আবদুল বায়েস : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।